রেছালায় মোলাখ্খাছ

মিলাদ ও কেয়াম

মূল (উর্দ্দু)

হযরত মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী (রহঃ)

অনুবাদকঃ নায়েবে রাসূল শাহ্ মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহিদ

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

রেছালায় মোলাখ্খাছ

মিলাদ ও কেয়াম

মূল (উর্দ্দু)

হযরত মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী (রহঃ)

অনুবাদকঃ

নায়েবে রাসুল শাহ্ মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহিদ

পোঃ দুধল মাদ্রাসা, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

প্রকাশেঃ

আরবী, অংক ও ইংরেজী কোচিং সেন্টার

দুধল ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা

বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

মিলাদ ও কেয়ামের সঠিক বিধান বিশ্ববাসীকে জানানোর জন্য ধর্মীয় সাহায্য স্বরূপ বিনিময় মূল্যঃ ১৫ (পনের) টাকা মাত্র।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

ভূমিকা

আজ থেকে প্রায় দুইশত বছর আগে বঙ্গবিখ্যাত পীরে কামেল ও ওলামায়ে হক্কানী শরীয়তের বহু মূল্যবান কিতাব প্রণেতা, পক্ষ-বিপক্ষ সকলেই যাঁহার কামালিয়াত স্বীকার করিয়া থাকেন, সর্বজন স্বীকৃত ব্যক্তি হযরত মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) মৌলুদ ও কেয়াম যায়েজ ও মোস্তাহাব হওয়ার স্ব-পক্ষে "রেছালায় মোলাখ্খাছ" নামক কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন। উক্ত মোলাখ্খাছ কিতাবে তিনি মৌলুদ ও কিয়াম বিরোধীদের প্রশ্নসমূহের উত্তর কুরআন, হাদীস, মাজহাবের কিতাব ও পূর্ববর্তী নায়েবে রাসূলগণের কিতাবসমূহ ও বুজুর্গানে দ্বীনের আমল দ্বারা দিয়াছেন এবং উক্ত অকাট্য দলীলসমূহের মাধ্যমে মৌলুদ ও কেয়াম মোস্তাহাব প্রমাণ করিয়াছেন আমরা উক্ত কিতাবের বঙ্গানুবাদ করিয়া সমাজের সামনে পেশ করিলাম।

❒ তৎসঙ্গে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী লেখক আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শাহ্ছূফী মোহাম্মদ হাতেম আলী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহের "তাছাওউফ শিক্ষা দ্বিতীয় খন্ড" এর মৌলুদ ও কেয়াম অধ্যায় যাহা প্রশ্ন ও উত্তর আকারে লিখিয়াছেন, উহা হুবহু আমরা অত্র পুস্তকে তুলিয়া ধরিলাম। কারণ তিনি মৌলুদ ও কেয়ামের মাছয়ালাসমূহ দলীল আদিল্লার মাধ্যমে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

❒ আরও সংযোগ করিলাম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী, (ছদর সাহেব হুজুর) এর লিখিত "তাছাওউফ তত্ত্ব" কিতাব থেকে মিলাদ ও কেয়ামের বিষয়।

❒ আরও উপস্থাপন করিলাম, মেশকাতের ভূমিকা লেখক পৃথিবী বিখ্যাত মোহাদ্দেস আবদুল হক মোহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) এর লিখিত "মাদারেজুন নবুওয়াত" কিতাব থেকে কিছু তথ্য।

আশা করি, আমাদের অত্র কিতাবখানা নিরপেক্ষ মনেপাঠ করিলে মৌলুদ ও কেয়ামের দ্বন্দ্ব চির তরে মুছিয়া যাইবে। ইহার মাধ্যমে একটি লোকও হেদায়েত পাইলে আমাদের শ্রম স্বার্থক মনে করিব।

ইতি
অনুবাদক

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

মৌলুদ ও কেয়াম বিরোধীগণের প্রশ্নঃ

প্রশ্নঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে মৌলুদ ও কেয়াম করা কি ? মোস্তাহাব, না বেদয়াত, না মাকরূহ ?

আমরা জানি (মৌলুদ ও কেয়াম বিরোধীগণ) কোন বিষয় সুন্নাত হওয়া কিংবা বেদয়াত হওয়ার মধ্যে অন্তরে তারাদ্দুদ (সন্দেহ) হইলে এবং দলীলের মাধ্যমে কোন মতকে প্রধান্য দেওয়া না গেলে উক্ত সন্দেহযুক্ত বিষয়টি পরিত্যাগ করা ওয়াজিব।

আর যদি কোন বিষয় ওয়াজিব হওয়া কিংবা বেদয়াত হওয়ার মধ্যে অন্তরে তারাদ্দুদ (সন্দেহ) হয় তাহলে উক্ত বিষয় এহ্‌তিয়াতান আদায় করিতে হয়।

অতএব, মৌলুদ ও কেয়াম সুন্নাত ও বেদয়াত হওয়ার মধ্যে তারাদ্দুদ (সন্দেহ) পয়দা হওয়ার কারণে উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে কি না ?

বর্ণিত প্রশ্নের উত্তরে হযরত মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) তাঁহার মোলাখ্‌খাছ কিতাবে যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নরূপঃ-

মৌলুদ ও কেয়াম করা মোস্তাহাব। মৌলুদ ও কেয়ামে তারাদ্দুদ হয় না।

মৌলুদ ও কেয়াম করা মোস্তাহাব। মৌলুদ ও কেয়ামের মাছয়ালায় তারাদ্দুদ (সন্দেহ) সৃষ্টি হয় না। তায়ারুজ পাওয়ার জন্য শর্ত এই যে, উক্ত ব্যাপারে ইমাম মোজতাহেদ পর্যায়ের আলেমের কথার ভিতরে মত পার্থক্য হইতে হইবে এবং মতবাদের উভয় পক্ষের আলেমগণ ইমাম মোজতাহেদ হওয়ার দিক দিয়া সমপর্যায়ের হইতে হইবে।

[নূরুল আনওয়ার]

সুতরাং মৌলুদ ও কেয়ামের অধ্যায় তায়ারুজ হইতে যে শর্ত উহা পাওয়া যায় না। বিশেষ করিয়া মৌলুদ ও কেয়াম মোস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে উহার নাম উল্লেখ করিয়া প্রমাণ/ ছাবেত আছে।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

মৌলুদ মোস্তাহাব হওয়ার দলীলসমূহ

❑ مواهب لدنية(মাওয়াহেবে লাদুনিয়া) ও مدارج النبوة(মাদারেজুন নবুয়াত) কিতাবে মৌলুদ শরীফের নাম উল্লেখ করিয়া উহা মোস্তাহাব লেখা আছে।

বর্ণিত কিতাবদ্বয়ের আমরা সকলেই অনুস্মরণ করিয়া থাকি। আমরা ইহা দ্বারা ওয়াজ ও করিয়া থাকি। ইহার উপর আমরা দৃঢ় বিশ্বাস ও রাখি।

❑ মৌলুদ শরীফ আর মোস্তাহাব লেখা আছে। (ক) ماثبت السنة (খ) مصباح الزجاجة ও تفسير روح البيان (গ) ইমাম সুয়ুতী (রহঃ) এর فتوى امام سيوطى (ঘ) ইত্যাদি কিতাবসমূহে।

ইমাম সুয়ুতী (রহঃ) একজন বিশেষ মুজতাহিদ ছিলেন। তিনি আমাদের উচ্চ স্তরের বুজুর্গ ও মাশায়েখগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। হযতর মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) তাঁহার লিখিত-عجالة النافعة নামক কিতাবে হাদীসের সনদ আলোচনা সাপেক্ষে ইমাম সুয়ুতী (রহঃ) এর বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

❑ মৌলুদ শরীফ আরও মোস্তাহাব ছাবেত আছে নির্ভরযোগ্য অনেক কিতাবে যথা-(ক) كتاب اسنان العيون
(খ)والنذير تنوير المولود البشير কিতাবদ্বয়ে।
উক্ত কিতাবদ্বয়ের সমর্থন তাফসীরে রুহুল বয়ানে উল্লেখ আছে।

❑ ইমাম ইবনে জাজরী (রহঃ) মৌলুদ শরীফকে মোস্তাহাব বলিয়াছেন। (مواهب)

❑ سيرة شامى কিতাবের মধ্যেও মৌলুদ মোস্তাহাব লিখা আছে।

❑حافظ عماد الدينও মৌলুদ মোস্তাহাব বলিয়াছেন।

❑ در المنتظم নামক কিতাবে আছে যে علامة ابن جوزى ও علامة طغريل মৌলুদ শরীফকে মোস্তাহাব বলিয়াছেন।

❑ سيرة شامى কিতাবে উল্লেখ্য আছে ঃ আল্লামা আবুলহাসান, আল্লামা জামালুদ্দনি হামদানী ও আল্লামা ইউসুফ হেজাজ প্রমূখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মৌলুদে কেয়াম আদায় করিয়াছেন।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

❑ سيرة شامى কিতাবে আরও উল্লেখ আছেঃ– যে শায়েখ ইমাম আল্লামা নাসির উদ্দীন মোবারক (রহঃ) ও শায়েখ ইমাম জামাল উদ্দিন আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল মালেক (রহঃ) প্রমুখ ইসলামের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মৌলুদ শরীফ মোস্তাহাব বলিয়াছেন।

❑ আল্লামা ইবনে হাজার হাইতামী (রহঃ) ও আল্লামা ছাখাবী (রহঃ)-ও মৌলুদ মোস্তাহাব বলিয়াছেন।

উক্ত ব্যক্তিদ্বয় হাদীসের সনদের দিক দিয়া উচ্চ স্তরের বুজুর্গ ও মাশায়েখগণের অন্তর্ভূক্ত।

❑ تفسير روح البيان কিতাবে লিখা আছে-আল্লামা হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) ও মৌলুদ মোস্তাহাব বলিয়াছেন।

❑ كتاب الباعث এর মধ্যে ইমাম নবুবী (রহঃ) এর ওস্তাদ আল্লামা আবু শামা (রহঃ) মৌলুদ মোস্তাহাব লিখিয়াছেন।

❑ فتح الستار المنجنى কিতাবের মর্মেও মৌলুদমোস্তাহাব ছাবেত আছে।

❑ আল্লামা আবু জারয়া যিনি মোজতাহেদ ছিলেন তাঁহার বক্তব্য দ্বারাও মৌলুদ মোস্তাহাব ছাবেত আছে।

❑ আল্লামা আলী ইবনে সুলতান মোহাম্মদ হারুবী (রহঃ) যিনি মক্কা মোয়াজ্জামার হেরেম শরীফের কুরআনের প্রসিদ্ধ শিক্ষক ছিলেন তাঁর বক্তব্য দ্বারাও মৌলুদ মোস্তাহাব ছাবেত আছে।

❑ ভারত বিখ্যাত মোহাদ্দেস আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) তাঁহার লিখিত "المورد الراوى فى مولود النبى صـ" নামককিতাবে বিস্তারিতভাবে মৌলুদ শরীফ জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে জোরালোভাবে লিখিয়াছেন।

❑ বিশেষ করিয়া হারামাইন শরীফাইনের লোকদের তাওয়ারেছ এর মাধ্যমে মৌলুদ ছাবেত আছে। তাওয়ারেছ নির্ভরযোগ্য উহার উপর আমল করা ওয়াজিব। তাওয়ারেছ অত্যন্ত শক্তিশালী দলীল। তাওয়ারেছ সবাই নির্দ্বিধায় মানিয়া থাকেন।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

কেয়ামের আলোচনাঃ

কেয়াম যে মোস্তাহাব, ইহা স্পষ্ট ও খাস করিয়া ছাবেত/ প্রমাণ আছে। মুসলিম রাষ্ট্রের অধিকাংশের আমলের ভিতরেও পাওয়া যায়। যথা-

❑ سيرة شامى ও تفسير روح البيان ❑ কিতাবদ্বয়ে উল্লেখ আছে ইমাম ত্বকী উদ্দীন ছবকি মিলাদে কেয়াম করিতেন।

ردالمختار কিতাবে باب المرتدين অধ্যায়ে উল্লেখ আছে **ইমাম ত্বকী উদ্দীন ছবকি হানাফী মাজহাবের একজন ইমাম ছিলেন।**

❑فتوى عبد الله بن عبد الرحمن ❑ فتوى مياطى

❑ شرح مولدبرز نجى ❑ فتوى عثمان بن حسن

ইত্যাদি কিতাব সমূহের দ্বারাও কেয়াম মোস্তাহাব প্রমাণিত আছে।

❑ ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন শহরের তাওয়ারেছ ও বিশেষ করে হারামাইন শরীফাইন এর তাওয়ারেছ দ্বারাও কেয়াম মোস্তাহাব ছাবেত/ প্রমাণিত আছে আর তাওয়ারেছ নির্ভরযোগ্য। ইহার উপর আমল করা ওয়াজিব।

❑ سيرة شامى ও انسان العيون ❑ কিতাবদ্বয়েও কেয়াম মোস্তাহাব ছাবেত/ প্রমাণ আছে।

❑ মূল মৌলুদ ও কেয়াম হাদীসের দ্বারাই ছাবেত আছে। মৌলুদের ঘটনা রাসূল (সঃ) এর বর্ণনা সাহাবাদের বর্ণনা দ্বারাও ছাবেত আছে। যার মনে চায় তিনি যেন হাদীসের কিতাব দেখিয়া লয়।

❑ যে কেয়াম তাজীমের জন্য করা হয় উহা রাসূল (সঃ) ও ফাতেমা (রাঃ) এর সার্বক্ষণিক আমলের দ্বারা প্রমাণ/ ছাবেত আছে। যাহার মনে চায় তিনি যেন মেশকাতুল মাছাবীহ এর বাবুল মোসাফাহা ও মোয়ানাকার দ্বিতীয় ফসলের হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দেখিয়া লন।

বর্ণিত দলীলসমূহ দ্বারা মৌলুদ ও কেয়াম উভয়ই যে মোস্তাহাব ইহা স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হইল।

মোট কথা, মৌলুদ ও কিয়ামের নাম উল্লেখ করিয়া অদ্য পর্যন্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, অর্থাৎ হানাফী, হাম্বলী, শাফেয়ী ও মালেকী এই চার মাজহাবের কোন কিতাবে নিষেধ লেখা নাই।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

শুধুমাত্র মালেকী মাজহাবের জনৈক ফাকেহানী নামক ব্যক্তি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মৌলুদ নিষেধ করিয়াছেন।

ফলে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) ও আল্লামা হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) ফাকেহানীর কথাগুলোকে জোরালোভাবে প্রতিবাদ ও খন্ডন করিয়াছেন। যেহেতু মৌলুদ ও কেয়াম সম্পর্কে কুরআন হাদীস ও মাজহাবের কিতাবসমূহে মাত্রই কোন নিষেধ আসে নাই। কাজেই আমরা আমাদের মাজহাবের ও হাদীসের শায়খগণের কথাগুলোকে অনুস্মরণ না করিয়া মোনকেরেশক উপাধি প্রাপ্ত লোকটির কথা অনুস্মরণ করিব কেন? মোনকেরেশকপ্রাপ্ত লোকটির কথামত মৌলুদ ও কেয়াম ছেড়ে দিলে মহামান্য তাফসীরগ্রন্থ জালালাইন এর মোছান্নেফ আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (রহঃ) এর কথার বিরোধিতা করিতে হয়। আমরা তাহা করিব কেন? আমরা চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, যাহারা মৌলুদ ও কেয়াম নিষেধ করে প্রকৃত পক্ষে তাহারা মাজহাবের ইমাম ও ফোকাহাদের কথা মানেন না। যথা-ফোকাহাগণ নিজ নিজ কিতাবে বিদয়াতকে পাঁচ প্রকার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথাঃ ওয়াজেব, হারাম, মাকরূহ, মোস্তাহাব এবং মোবাহ। কিন্তু মৌলুদ ও কেয়াম বিরোধী মৌলুভীগণ পাঁচ প্রকার বেদয়াতকে একই প্রকার লাঠির দ্বারা হাকাইতেছেন। তাহাদের নিষেধের ভিতরে بدعـة حسـنة ও পরিয়াছে। বেদয়াতে হাসানা আদায় করা কোন কোন সময় মোবাহ মোস্তাহাব এমনকি কোন সময় ওয়াজিব ও হইয়া থাকে। তাহারা বেদয়াতে হাসানার বিরোধীতা করিয়া জমহুর ছলফের (সাহাবা, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীন আয়েম্মায়ে মুজতাহেদীন সকলেরই) বিরোধীতা করিতেছে। যে সকল মৌলুভীরা সমস্ত বেদয়াতকেই সাইয়্যেয়া মনে করে আমরা যদি তাহাদের অনুস্মরণ করি তাহলে আমাদের ভিতরে ফেকাহ ও আকায়েদের কিতাবসমূহের ও সন্দেহ সৃষ্টি হইবে। ইহা ছাড়া কতগুলো বিষয় এমন আছে, যাহার উপর শরীয়াতের ভিত্তি। এসব ব্যাপারেও অন্তরে সন্দেহ পয়দা হইবে।

এখন পাঠক চিন্তা করুন, যদি আমরা ফাকেহানীর অনুস্মরণ করি তবে **আমাদের বুজুর্গ ও উস্তাদ মোর্শেদগণের কথা এমনকি জমহুরগণের কথা**

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

(সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন, আয়েম্মায়ে মুজতাহেদীন এবং পূর্ববর্তী নায়েবে রাসুলগণের কথা) ছাড়িতে হয় এবং মৌলুদ ও কেয়াম মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে সংশয় ও সন্দেহে পতিত হইতে হয়। আর যখন আমরা মৌলুদ ও কেয়াম সুন্নাত হওয়া কিংবা বেদয়াত হওয়ার ভিতরে তারাদ্দুদ বা সন্দেহের ভিতরে নাই বরং আমরা মৌলুদ কেয়ামকে মোস্তাহাব এ'তেকাদ রাখি, তাহলে আমরা কোন কারণে মৌলুদ ও কেয়ামকে ছেড়ে দিব ? এবং মৌলুদ ও কেয়াম মোস্তাহাব হওয়াকে কেন এনকার করিব ? যাহা (মৌলুদ ও কেয়াম) একিনি দলীলের মাধ্যমে ছাবেত হইয়াছে। আর কোন্ দলীল পাইয়া আমার নির্ভরযোগ্য কিতাব مواهب لدنية (মাওয়াহেবে লাদুনিয়্যাহ) এবং مدارج النبوة (মাদারেজুন নবুয়াত) কিতাবের মৌলুদ ও কেয়ামের মাছয়ালাকে ছেড়ে দিয়ে বাকী সব মাছয়ালাসমূহ ঐ কেতাব অনুযায়ী আমল করিব। আর আমরা কোন্ প্রয়োজনে ইমাম ইবনে জাওযী (রহঃ) ও আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রহঃ) এর কথাকে (মৌলুদ ও কেয়াম মোস্তাহাব হওয়াকে) ছেড়ে দিব? এতদসত্যেও যে, আমরা তাজবীদ, কেরাত, তাফসীর ইত্যাদি ব্যাপারে তাদের উভয়ের কথা গ্রহণ করি এবং পূর্ণ নির্ভর করি। আর আমরা ইমাম ইবনে জাওযী (রহঃ) ও আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রহঃ) দ্বয়কে সর্বক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্যও মনে করি।

প্রশ্নকারী মৌলুদ ও কেয়ামকে যে বেদয়াত তথা নব আবিস্কার বলিয়াছেন, তাহাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। যেহেতু সকল প্রকার বেদয়াত তথা নব আবিস্কার বেদয়াতে ছাইয়্যেয়াহ নহে।

বেদয়াতে হাছানা ও ছাইয়্যেয়াহ এ সংজ্ঞা যাহা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বা জমহুর ওলামাগণের নিকট ছাবেত আছে তাহা আমি كرامة الحرمين الشريفين (কারামাতুল হারামাইনিশ শারীফাইন) নামক কিতাবে লিখিয়া দিয়াছি।

আর ❑আশয়াতুল লোমআত ❑এহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন ❑ এজালাতুল খাফা আন খিলাফাতুল খোলাফা এবং ❑ কিতাবুল বায়েছ আলা এনকারেল বেদয়ে ওয়াল হাওয়াদেছ ইত্যাদি কিতাবে বেদয়াতের যে

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

সংজ্ঞা দিয়াছে তার মূল কথা এই যে, অভিধানে নবী করীম (সঃ) এর পর যাহা নব আবিস্কার হইয়াছে উহাই বেদায়াত। তম্মধ্যে যাহা সুন্নাত তথা কোরআন হাদীসের ধারার সাথে মিলিয়াছে অথবা উহার সাথে কেয়াছ করা হইয়াছে উহা বেদয়াতে হাছানা (উত্তম বেদয়াত)। সেই নব আবিস্কার (বেদয়াতে হাছানা) মোমেনদের নেকের কাজ এবং উপকারী কাজ। যেমন-মসজিদে মিনারা তৈরী করা, কাবা ঘরের চতুর্দিকে চার মোছাল্লা বানানো, কোরআন শরীফে দশ দশ আয়াতে চিহ্ন দেওয়া, নুকতা দেওয়া, হরকত দেওয়া ইত্যাদি। ইহাতে মুসলমানদের কোন ক্ষতি হয় না। বরং এই সমস্ত কাজে মুসলমানদের ব্যাপক উপকার হয়।

প্রকাশ থাকে যে, মৌলুদ অনুষ্ঠানে খুশির সাথে খানা খাওয়ানোকে কেয়াছ করা হইয়াছে-অলিমা, আকিকা, খতমে কোরআন শরীফ অনুষ্ঠানে খুশির সাথে খানা খাওয়ানোর সহিত।

মৌলুদে কেয়ামঃ

মৌলুদ শরীফ পাঠকালে যখন নবী করীম (সঃ) এর দুনিয়ায় পয়দায়েশের বর্ণনা হয় তখন আল্লাহ্ ও তার রাসূলের প্রতি অন্তরে সম্মান সৃষ্টির জন্য কেয়াম করা হইয়া থাকে। কেননা তাহাকে সমস্ত পৃথিবীর রহমতস্বরূপ প্রেরণ করা হইয়াছে। অথবা কেয়ামের মাধ্যমে রাসূল (সঃ) এর প্রতি সম্মানের অবস্থা সৃষ্টি করবে। فتح العليم استار المنجى (ফতহুল আলীম আছতারুল মুনজি) গ্রন্থের লেখকের বক্তব্যের অনুস্মরণেও কেয়াম করিতে হয়। তিনি উক্ত কিতাবে লিখিয়াছেন মৌলুদে কেয়াম করা স্বভাবজাত দাঁড়ানো তথা রাসুল (সঃ) এর প্রতি সম্মান সৃষ্টির জন্য দাঁড়ানোর স্থান তথা স্বভাবিক দাঁড়ানোর স্থান। যাহারা রাসূল (সঃ) এর পয়দায়েশের (বেলাদাতের) বর্ণনা শোনেন তাহাদের অন্তরে রাসূল (সঃ) এর বেলাদাতের কথা তাজা হয় এবং তাদের অন্তরে মনে হয় যেন রাসূল (সঃ) এখনই দুনিয়াতে আগমন করিয়াছেন। এজন্য মৌলুদ মজলিসে উপস্থিত শ্রোতাগণ আন্তরিক সম্মানের খেয়ালে দাঁড়াইয়া যান। (انتهى)

প্রকাশ থাকে যে فتح العليم استار المنجى গ্রন্থকারের বক্তব্য قيام معمولى দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হইল যে, মৌলুদ শরীফে কেয়াম করা পূর্ববর্তী বুজুর্গানে দ্বীন হইতে ধারাবাহিকভাবে চলিয়া আসিয়াছে।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, শুধু মৌলুদে রাসূল (সঃ) এর আলোচনায় দাঁড়ানো হয় অন্যান্য সময় রাসূল (সঃ) এর আলোচনায় দাঁড়ানো হয় না কেন ?

উহার জবাবে অত্র কিতাবে তিনি লিখিয়াছেন যে, রাসূল (সঃ) এর মৌলুদ শরীফে তার জন্ম বৃত্তান্ত (পয়দায়েশের) আলোচনাকালে শ্রোতার মনে উদয় হয় তিনি যেন এখনই দুনিয়াতে আগমন করলেন তাই তখন দাঁড়ানো হয়। অন্যান্য বর্ণনায় এই খেয়াল আসে না তাই দাঁড়ানো হয় না।

মোট কথা, মৌলুদে যেভাবেই কেয়াম করা হোক মূলত উহা হুজুর (সঃ) এর তা'জীম এর উদ্দেশ্যে হইয়া থেকে, ইহা কেয়াছ করা হইয়াছে হযরত ফাতেমা (রাঃ) সর্বদা রাসূল (সঃ) এর আগমনে দাঁড়াইতেন উহার উপর। মেশকাত শরীফের باب المصافحة والمعانقة এর দ্বিতীয় ফছলে আছে–

عن عائشة قالت مارأيت احدا.......... وكان اذا دخل
عليه قامت الى– (رواه ابو داود)

মূল কথাঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন–হযরত মোহাম্মদ (সঃ) যখনই হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর নিকট গমন করিতেন তখনই হযরত ফাতেমা (রাঃ) রাসূল (সঃ) এর সম্মানে দাঁড়াইয়া যাইতেন।

(আবু দাউদ)

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, মৌলুদে কেয়াম রাসূল (সঃ) এর সম্মানে এত বাড়াবাড়ি কেন ?

ইহার জবাব হলো-ইহা বাড়াবাড়ি নয় বরং পবিত্র কোরআনের উক্ত আয়াতের উপর আমল করা হয়। যেখানে আল্লাহ্ তা'য়ালা রসুল (সঃ) কে সম্মান করার আদেশ দিয়াছেন। যথা-পবিত্র কোরআনের ২৬ তম পাড়ায় সূরা আল-ফাতাহ্ এর ৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

"لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا"

অর্থাৎ–তোমরা ঈমান আনায়ন কর আল্লাহ্র উপর এবং তার রসূল (সঃ) এর উপর এবং সাহায্য কর তার রাসূল (সঃ)কে এবং মহা সম্মান কর তাঁর রাসূল (সঃ)-কে ও আল্লাহ্র তাছবীহ্ পাঠ কর সকাল-সন্ধ্যা।

(مدارج النبوة)

تفسير بيضاوى ও تفسير مدارك তে অত্র আয়াতের তাফসীরে

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

লিখা আছে যে, অত্র আয়াতে যে মহা সম্মানের আদেশ আসিয়াছে উহা তখনই আদায় হইবে যখন সর্বদিক দিয়া রাসূল (সঃ)কে বিশেষভাবে তা'জীম করা হয়।

রাসূল (সঃ) কে ব্যক্তিগতভাবে যেমন তা'জীম করতে হবে তেমনি তা'জীম করতে হবে রাসূল (সঃ)এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহের। যেমন- রাসূল (সঃ) এর লেবাছ, রাসূল (সঃ) এর ছওয়ারী, রাসূল (সঃ) এর হাদীস ইত্যাদি সবকিছুকেই শরীয়তের বিধান অনুয়ায়ী সম্মান করিতে হইবে। কিন্তু ঐ বেদয়াত যাহা সুন্নাত বিরোধী যেমন বাদ্য বাজাইয়া জেকের করা, ইহা বেদয়াত ও গোমরাহী। এই রকম খারাপ বেদয়াত সমূহ সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে كل بدعة ضلالة

প্রিয় পাঠক ! জেনে রাখা দরকার, যাহা নূতন আবিস্কার হইয়াছে কিংবা কিয়ামত পর্যন্ত হইবে যদিও উহা রাসূল (সঃ), ছাহাবা (রাঃ) ও তাবেয়ীন (রহঃ) এবং বুজুর্গ ছলফে ছালেহীন হইতে মনকুল না হয়। [এবং উহা কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াছ বিরোধী না হয়] আর যদি উহাতে মুসলমানদের আমভাবে ফায়দা লাভ হয় তাহলে উহা উত্তম বেদয়াত বা بدعـــة حـسـنة আর এই রকম উত্তম বেদয়াত পালনকারীগণকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বলা হয়। আহলে বেদয়াত বলা হয় না। উত্তম বেদয়াত পালনকারী সওয়াব পাইয়া থাকেন।

প্রিয় পাঠক ! উপরোক্ত বিষয়াদি হইতে এটাই প্রতীয়মান হইল যে, বর্তমানে যে মৌলুদ শরীফের রেওয়াজ আছে উহতে মুসলমানদের কোন ক্ষতি হয় না বরং মৌলুদ শরীফে মুসলমানদের বহু উপকার ও ফায়দা হাছিল হয়। মৌলুদ শরীফের সময় যাহা দান করা হয় এবং যেসমস্ত শরীয়ত মোয়াফেক কাজ করা হয় উহাতে মুসলমানদের ও ইসলামের زيـنـة বা সৌন্দর্য প্রকাশ পায় এবং মুসলমানদের খুশী করা হয় এবং অভাবীদের প্রতি এহছান করা হয়।

সব মিলিয়ে এ কথাই ফুটিয়ে উঠে এবং প্রমাণিত হয়, যাহারা মৌলুদ কেয়াম অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তাহাদের অন্তরে রাসূল (সঃ) এর মহব্বত, তাজীম এবং বুজুর্গী বিরাজ করে এবং ইহাতে আল্লাহ্ তা'য়ালার শুকুরগুজারী হয় ও প্রমাণিত হয় মৌলুদ আদায়কারীগণ এই বিষয়ে আল্লাহ্

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

তা'য়ালার শুকুর আদায় করিতেছেন, যেই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'য়ালা বিশ্ব নবী (সঃ) কে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সমগ্র বিশ্বের রহমত হিসাবে পাঠাইয়াছেন। এ বিষয়ে (মৌলুদ ও কেয়াম মোস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে) رسالة كرامة الحرمين الشريفين (রেছালায় কারামাতুল হারামাইনেশ শারীফাইন) নামক পুস্তিকায় كتاب باعث হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছি আর উহারই পাশাপাশি (رح) علامة جلال الدين سيوطى (আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী) (রহঃ) এর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি। **যাহার মূল কথা**– এই যে, মৌলুদ মাহফিলে হুজুর (সঃ) এর কদরের তা'জীম দেখানো হয় এবং খুশী প্রকাশ করা হয় এবং রাসূল (সঃ) এর জন্ম বৃত্তান্ত (পয়দায়েশের কথা বর্ণনার মাধ্যমে সুসংবাদ হাছিল করা হয়।

মৌলুদ মাহফিল ও কেয়ামের দ্বারা যেভাবে রাসূল (সঃ) এর মহব্বত তা'জীম, তাঁহার আগমনের খুশী এবং শুকরিয়া আদায় করা হয় ইহা ছাড়া আর কিসের দ্বারা সেভাবে হইতে পারে? (অর্থাৎ অন্য কিছুর দ্বারা হইতে পারে না) এবং ইহার চেয়ে বেশী ফায়দা আর কিসে দিতে পারে? মৌলুদ ও কেয়াম অনুষ্ঠানকালে রাসূল (সঃ) এর মহব্বত এবং তাঁহার তা'জীম ও বুজুর্গী মৌলুদ ও কেয়ামকারীগণের অন্তরে কানায় কানায় ভরে যায়।

সুতরাং মৌলুদ ও কেয়াম এর মধ্যে এই সমস্ত কল্যাণ নিহিত থাকা সত্বেও ইহা যদি বেদয়াত হাছানা না হয় তাহলে দুনিয়া হইতে বেদয়াতে হাছানা চির দিনের জন্য নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। যেমনিভাবে মৌলুদ ও কেয়াম অস্বীকারকারীগণের অন্তর হইতে রাসূল (সঃ) এর তা'জীম এবং বুজুর্গী নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। এ কথা আম-খাছ সর্বজন বিদিত যে, মৌলুদ ও কেয়াম হুজুর (সঃ) কে সম্মান করার জন্যই হইয়া থাকে কাজেই আমরা মৌলুদ ও কেয়ামকে ভালবাসি আর মৌলুদ ও কেয়াম নিষেধকারীগণকে খারাপ জানি।

আমরা سيرة شامى (সীরাতে শামী) কিতাবের অনুস্মরণ করিতেছি যেহেতু উক্ত কিতাবের পূর্ণ নির্ভরযোগ্যতা হযরত মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) তাঁর عجالة النافعة (ওজালাতুন্নাফেয়া) নামক কিভাবে উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁর নাতি ও খলিফা হযরত মাওলানা মোঃ এছহাক দেহলভী (রহঃ) ও سيرة شامى

কিতাবকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বলিয়াছেন এবং আমাদেরকে উক্ত কিতাবের অনুস্মরণ করার জন্য অছিয়ত করিয়াছেন যাহা তাঁহার লিখিত مأة مسائل এর ১৫ নং মাছয়ালায় (سيرة شامى নির্ভরযোগ্য কিতাব) উল্লেখ করিয়াছেন, যাহার মন চায় ফার্সি ভাষায় লিখিত উক্ত কিতাব দেখিয়া নিতে পারেন। আমাদের ভাইদের অন্তরের প্রশান্তির জন্য سيرة شامى (ছিরাতে শামী) কিতাবের এবারত নিম্নে উদ্ধৃতি করিতেছি سيرة شامى (ছীরাতে শামী) কিতাবের ১২ শ অধ্যায় عمل مولد شريف পরিচ্ছেদে লিখা আছে فتوى حا فظ ابوالخير سخاوى তে উল্লেখ আছে যে, মৌলুদ ও কেয়াম প্রচলিত অবস্থায় قرون ثلاثة তথা রাসূল (সঃ), ছাহাবা (রাঃ), তাবেয়ীগণ (রহঃ)এর যামানায় হুবহু ছিল না। বরং ইহা কুরুনে ছালাছার পরবর্তীতে শুরু হইয়াছে বটে কিন্তু যখন থেকে মৌলুদ ও কেয়াম আরম্ভ হইয়াছে তখন থেকে মুসলিম বিশ্বের বড় বড় শহরের আহলে ইসলামগণের ভিতরে অদ্য পর্যন্ত মৌলুদ ও কেয়াম চলিয়া আসিয়াছে এবং উক্ত মৌলুদ মাহফিলের দিন ছদকাহ, খায়রাত, মেহমানদারী এবং অন্যান্য নেকের কাজ বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়া চালাইয়া আসিতেছেন এবং ইহা তাহারা অত্যন্ত খুশীর সহিত করিতেছেন এবং মৌলুদ ও কেয়ামে অনেক বরকত পাইতেছেন।

تفسير روح البيان (তাফসীরে রুহুল বয়ান)-এর মধ্যে محمد رسول الله এই আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ আছে–মৌলুদ ও কেয়ামে রাসূল (সঃ) এর তা'জীম ও সম্মান করা হয়। তবে শর্ত হলো শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ যেন না হয়। যেমন-বাজি বারুদ পোড়ানো, গান বাদ্যসহ মৌলুদ পাঠ করা, নারী-পুরুষ একত্রে নাচা, মেয়েলোক দ্বারা কাছিদা পড়ানো ইত্যাদি। হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর বেলাদাত সম্পর্কে কোন মিথ্যা উক্তি না করা। মোট কথা, মৌলুদ অনুষ্ঠানে যেন কোন শরীয়ত বিরোধী কাজ না হয় তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

اشعة اللمعات (আশয়াতুল লোমআত) ও مدارج السالكين (মাদারেজুছ ছালেকীন) কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, মৌলুদ অনুষ্ঠানে সুগন্ধি বস্তু তথা আতর, গোলাপ, আগরবাতি ইত্যাদি দ্বারা সুগন্ধি করা সুন্নাতের অন্তর্গত।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

মক্কা-মদীনার আলেমগণের এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, তাঁহার আরবী এলহানে মৌলুদ পাঠ করিয়া থাকেন এবং ধারাবাহিকভাবে রাসূল (সঃ)-এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করেন। অর্থাৎ একজন যেই পর্যন্ত বলেন অপরজন তার পরবর্তী ঘটনা থেকে বলা আরম্ভ করেন। অর্থাৎ একে অপরকে সাহায্য করেন। ইহাতে সুন্নতের অনুস্মরণ হয়। যেমনি খন্দকের যুদ্ধে রাসূল (সঃ) যেখানে কাছিদা পাঠ থামিতেন ছাহাবাগণ তার সম্মুখ দিয়া কাছিদা পাঠ করিতেন। বিস্তারিত জানিতে চাইলে বোখারী শরীফের কিতাবুল জেহাদ অংশে দেখিয়া লইতে পারেন।

মৌলুদ ও কেয়াম শুরু হইতে অদ্য পর্যন্ত (হযরত মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী (রহঃ) পর্যন্ত) কয়েক শত বৎসর চলিয়া আসিতেছে এবং প্রত্যেক যুগের শরীয়ত মোতাবেক আলেমগণ মৌলুদ ও কেয়াম অনুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছেন। একমাত্র "ফাকেহানী" ছাড়া আর কেহই মৌলুদ ও কেয়ামের বিপক্ষে বলেন নাই। তবে ফাকেহানীর বক্তব্যকে আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রহঃ) ও হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) গং জোরালোভাবে প্রতিবাদ ও খন্ডন করিয়াছেন। যেহেতু মৌলুদ ও কেয়াম শুরু হতেই কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত চার মাজহাবের নির্ভরযোগ্য আলেমগণ মৌলুদ ও কেয়াম করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে মৌলুদ কেয়ামের স্বপক্ষে কিতাব ও লিখিয়াছেন। **ইহা চারও মাজহাবের উছুলের ভিত্তিতে মোস্তাহাব সাব্যস্ত হইয়াছে। কাজেই এখন যদি কোন ব্যক্তি মৌলুদ ও কেয়ামের বিরোধিতা ও নিষেধ করে তবে তারা চার মাজহাব হইতে বাহির হইয়া যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে কি?**

মৌলুদ ও কেয়াম রাসূল (সঃ) এর তাজীমের জন্য করা হইয়া থাকে কাজেই উহাকে হেকারতের চক্ষে দর্শন বা উহা সম্পর্কে কোন কটুক্তি করা যাবে না।

تفسير زاهدى (তাফসীরে জাহেদী) এর মধ্যে وما محمد الا رسول এই আয়াতের তাফসীরে লিখা আছে "হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন– যদি তোমরা তোমাদের সন্তানের নাম محمد (মোহাম্মদ) রাখ তবে তোমরা তাহার তা'জীম করিও এবং মজলিসে দাঁড়াইয়া তাকে বসার জন্য জায়গা খালি করিয়া দিও"। এখানে পিতার পক্ষে সন্তানকে তা'জীম করার একমাত্র কারণ রাসূল (সঃ) এর নামে সন্তানের নাম হওয়া।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, প্রত্যেকটি ঈমানদার ব্যক্তির জন্য তার অন্তরে হুজুর পাক (সঃ) এর তা'জীম ও সম্মান বোধ অবশ্যই থাকিতে হইবে। এই জন্যই মৌলুদ পাঠের সময় হুজুর পাক (সঃ) এর আগমনের কথাটা তাজা হইয়া থাকে কাজেই ঈমানদার ব্যক্তিগণ হুজুর পাক (সঃ) এর সম্মানে কেয়াম করিয়া থাকেন।

تفسير روح البيان (তাফসীরে রুহুল বয়ান) এর মধ্যে আছে বাদশা সুলতান মাহমুদ তাহার গোলাম আয়্যাজের পুত্রের নাম محمد (মুহাম্মদ) হওয়ায় তাকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখিতেন এমনকি তার থেকে অজুর পানি গ্রহণ করতেও রাজি হন নাই।

প্রিয় পাঠক! মৌলুদ ও কেয়াম সম্পর্কে অত্র কিতাবে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম আশা করি মোমেনদের জন্যই ইহাই যথেষ্ট হইবে।

প্রিয় পাঠক ! অত্র কিতাবে মৌলুদ ও কেয়াম মোস্তাহাব হওয়ার স্বপক্ষে যে সমস্ত মহামান্য নির্ভরযোগ্য কিতাব হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে এবং যে সমস্ত নির্ভরযোগ্য বুজুর্গানে দ্বীনগণের বক্তব্য আনায়ন করা হইয়াছে উহা এক নজরে আপনাদের সামনে পেশ করা হলো। একটু অনুধাবন করলেই বুঝতে পারবেন মৌলুদ ও কেয়ামের স্বপক্ষে কত দলীল বিদ্যমান এবং কত মহা বুজুর্গ ব্যক্তি মৌলুদ ও কেয়াম করিতেন।

মোট কথা-কোরআন, হাদীস, মাজহাবের কিতাব, পূর্ববর্তী নায়েবে রাসূলগণের কিতাব ও মহা বুজুর্গানে দ্বীনের আমল দ্বারা মৌলুদ ও কেয়াম মোস্তাহাব প্রমাণিত হইল।

যমযম কুপের পানির ও উযুর অবশিষ্ট পানির কদরের তা'জীমে

যদি যমযম কুপের পানি ও উযুর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা সুন্নাত হতে পারে তাহলে আল্লাহ্ তা'য়ালা যে সূরায়ে আল ফাতাহ এর ৯ নং আয়াতে হুজুর পাক (সঃ)-কে মহা সম্মান করার জন্য আদেশ করেছেন (উহা তখনই আদায় হইবে যখন সর্বদিক দিয়ে হুজুর পাক (সঃ)-কে বিশেষভাবে তা'জীম করা হবে "তাফসিরে বায়জাবী")। সেজন্য হুজুর পাক (সঃ)-এর কদরের তা'জীমে মৌলুদে কেয়াম করা কেন মোস্তাহাব হবেনা?

প্রকাশক।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

এক নজরে মৌলুদ ও কেয়ামের স্বপক্ষে উল্লেখিত কিতাব ও ওলামায়ে কেরামঃ

অত্র কিতাবে উল্লেখিত মৌলুদ ও কেয়াম মোস্তাহাব হওয়ার স্বপক্ষে নির্ভরযোগ্য কিতাবের নাম

১। مواهب لدنية (মাওয়াহেবে লাদুনিয়া)
২। مدارج النبوة (মাদারেজুন্নবুয়াত)
৩। ماثبت من السنة (মা ছাবাতা মিনাছ ছুন্নাত)
৪। تفسير روح البيان (তাফসীরে রূহুল বয়ান)
৫। مصباح الزجاجة (মেছবাহুজ জুযাজাহ)
৬। فتوى امام سيوطى (ফতুয়ায়ে ইমাম সুয়ূতী)
৭। انسان العيون (ইনছানুল উয়ুন)
৮। تنوير المولد البشير والنذير (তানবীরুল মৌলুদিল বাশীর ওয়ান নাজীর)
৯। درالمنتظم (দুররুল মোনতাজেম)
১০। سيرة شامى (সীরাতে শামী) আল্লামা আবু শামা (রহঃ)
১১। كتاب الباعث (কিতাবুল বায়েছ)
১২। فتح الستار المنجى (ফতহুছ ছাত্তারিল মুনজি)
১৩। المورد الراوى فى مولد النبى صـ (আলমোরেদুর রাবী ফি মৌলুদিন্নাবী)
১৪। شرح مولد برزنجى (শরহে মৌলুদে বরজেনজি)
১৫। فتوى عثمان بن حسن (ফতুয়ায়ে ওসমান বিন হাসান)
১৬। فتوى ميا طى (ফতুয়ায়ে মিয়াতি)
১৭। فتوى عبد الله بن عبد الرحمن سراج (ফতুয়ায়ে আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান সিরাজী
১৮। مشكوة المصابيح (মেশকাতুল মাছাবীহ)
১৯। رسالة كرامة الحرامين الشريفين (রেছালায়ে কেরামাতুল হারামাইনিশ শরীফাইন)
২০। فتح العليم الستار المنجى (ফতহুল আলীম আছতারুল মুঞ্জি)

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

২১। تفسير مدارك (তাফসীরে মাদারেক)
২২। تفسير بيضاوى (তাফসীরে বায়জাবী)
২৩। اشعة اللمعات (আশয়াতুল লোমআত)
২৪। مدارج السالكين (মাদারেজুচ্ছালেকীন)
২৫। تفسير زاهدى (তাফসীরে জাহেদী)

অত কিতাবে উল্লেখিত মৌলুদ ও কেয়াম মোস্তাহাব হওয়ার স্বপক্ষে নির্ভরযোগ্য বুজুর্গানে দ্বীনগণের নামঃ

১। আল্লামা ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রহঃ)
২। ইমাম ইবনে জাজরী (রহঃ)
৩। হাফেজ এমামুদ্দিন (রহঃ)
৪। আল্লামা ইবনে জাওজী (রহঃ)
৫। আল্লামা তগরীল (রহঃ)
৬। আল্লামা আবুল হাছান (রহঃ)
৭। আল্লামা জামাল উদ্দিন হামদানী (রহঃ)
৮। আল্লামা ইউসূফ হেজাজী (রহঃ)
৯। শায়খুল ইমাম আল্লামা নাছির উদ্দিন মোবারক (রহঃ)
১০। শায়খ ইমাম জামালুদ্দিন আব্দুর রহমান বিন আব্দুল মালেক (রহঃ)
১১। আল্লামা ইবনে জাহার হাইতামী (রহঃ)
১২। আল্লামা ছাখাবী (রহঃ)
১৩। আল্লামা হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ)
১৪। আল্লামা নবুবীর উস্তাদ শায়খ আবু শামা (রহঃ)
১৫। আল্লামা আবু জারয়া (রহঃ)
১৬। আল্লামা আলী বিন সুলতান মোহাম্মদ হারুবী (রহঃ)
১৭। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ)
১৮। ইমাম ত্বকীউদ্দিন ছবকী (রহঃ)

[শামী কিতাবের বাবুল মোরতাদ্দিন অংশে লিখা আছে ইমাম ত্বকীউদ্দিন ছবকী (রহঃ) হানাফী মাজহাবের ইমাম ছিলেন]

মোলাখ্খাছ সমাপ্ত

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

তাসাওউফ শিক্ষা

দ্বিতীয় খন্ড

মোজাদ্দেদে আ'জম, নায়েবে রাসুল
শাহ্ ছুফী আলহাজ্ব হযরত মাওলানা
মোহাম্মদ হাতেম আলী (রহঃ)

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী লেখক, হাফেজ হাদীস, বাহ্রুল উলূম, মোজাদ্দেদে আ'জম, নায়েবে রাসূল শাহ্ ছূফী আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী (রহঃ) এর লিখত "তাছাওউফ শিক্ষা দ্বিতীয়" খন্ডের মধ্যে প্রশ্ন উত্তর আকারে মিলাদ ও কেয়াম সম্পর্কে যাহা পাওয়া গেল, তাহা হুবহু নিম্নে পেশ করা হইলঃ

প্রশ্নঃ কতক লোকের ধারণা, যে সমস্ত পীর সাহেবরা মৌলুদ শরীফ এবং কেয়াম করিতেছে, তাহারা বেদয়াতী, তাহাদের কাছে মুরিদ হওয়া যায়েজ নহে। এই ধারণা ছহি কিনা ?

উত্তরঃ এই ধারণা ছহি নহে যেহেতু জনাব মাওলানা কেরামত আলী ছাহেব ছিলেন বাংলা ও হিন্দুস্থানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পীর। তিনি নিজে মৌলুদ শরীফ এবং কেয়াম করিতেন এবং কেয়াম করা মোস্তাহাব লিখিয়াছেন। যথা-

❑ জখিরায়ে কেরামতের দ্বিতীয় খন্ডে ২৪ পৃষ্ঠায় লিখা আছে-

اور مولود میں جوقیام کرتے ہیں اس کی مستحب ہونے کی جو اٹہ دلیلیں ہیں ہمنے رسالہ ملخص میں لکھ کہ چھپوان دیاہے

অর্থাৎ মৌলুদ শরীফের কেয়াম করা মোস্তাহাব সম্বন্ধে আটটি দলিল দ্বারা ছাবেত করিয়া আমার মোলাখ্খাছ নামক কিতাবে ছাপাইয়া দিয়াছি।

❑ ভারত বিখ্যাত পীরে কামেল জনাব মাওলানা আশ্রাফ আলী থানবী ছাহেবের পীর জনাব মাওলানা হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী ছাহেবও মৌলুদ শরীফ ও কেয়াম করিতেন। যথা- তিনির ফায়ছালায়ে হাফতে মাছায়েল এর পঞ্চম পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন-

اورمشرب فقیر کایہ ہے کہ محفل مولود میں شریك ہوتا ہوں بلکہ ذریعہ برکات سمجھکر ہر سال منعقد کرتا ہوں اور قیام مین لطف اود لذت پاتاھوں-

অর্থাৎ ফকিরের আদত এই যে, আমি মিলাদ শরীফের মাহফিলে শরীক হইতেছি এবং বরকত অছিলা বুঝিয়া প্রতি বছর মিলাদ শরীফের মাহফিল কায়েম করিতেছি এবং কিয়ামের ভিতর লোতফ এবং লজ্জত পাইতেছি।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

❑ ভারত বিখ্যাত মুফতি জনাব মাওলানা মোহাম্মদ শফী ছাহেবের ফতওয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ ও এমদাদুল মুফতিনের ২০পৃষ্ঠায় (নূতন ছাপা ১৭৩ পৃষ্ঠায়) লিখা আছে-

سوال -مولو دشریف جو مروجه طریقه سے هوتاهے کیا حکم رکهتا-مولودمیں قیام جائز هے یانهیں-

প্রশ্নঃ বর্তমানে প্রচলিত মৌলুদ শরীফের কি হুকুম এবং মৌলুদ শরীফের কেয়াম করা যায়েজ কি না ?

الجواب-ناجائز هےاوراگربدعات وتعینات مروجه سے خالی هوں توجائزهے-

উত্তরঃ যদি কোন দূষণীয় বেদয়াত বা কোন নির্দিষ্ট রেওয়াজ না থাকে তবে যায়েজ। আর যদি থাকে তবে না জায়েজ।

উপরোল্লেখিত ফতুয়া হইতে পরিষ্কার বুঝা গেল মৌলুদ শরীফ এবং কেয়াম কোনটাই নাযায়েজ নহে। তবে কেহ যদি নাযায়েজ কাজ উহার সহিত মিশ্রিত করে তবে তাহা নাজায়েজ। যেমন এক ব্যক্তি গাঁজা টানে আর কোরআন শরীফ পাঠ করে ইহাতে কেহই ফতুয়া দিতে পারে না যে, কোরআন পাঠ করা নাযায়েজ বরং ফতুয়া দিবে ঐরূপ গাঁজা টানা অবস্থায় কোরআন শরীফ পাঠ করা নাযায়েজ।

❑ উক্ত এমদাদুল মোফতিনের ২৪ পৃষ্ঠায় (নূতন ছাপা ২০০ পৃষ্ঠায়) লিখা আছে-

سوال: میلادشریف پڑ هنایاسننا کیساهے کؤں سے طریقه پر جائزهے اور کؤں سے طریقه پرناجائز-

الجواب: محفل میلاد مین اگر کوئی تاریخ معین اور ضروری نه سمجهے- روایات اورسنی وغیره هو ضروری نه سمجهے- روایات پڑهیی نظم پر هنے والے بے ریش لڑکے نهو اور کلفیے کی طرح نه پر هیں اس طرخ اور دوسری رسوم بدعت سے خالی هوتو مضائقه نهیں- غرض یه هے که رسول الله صلی الله علیه وسلم کاذکر مبارك جبکه ان رسوم بدعت سے خالی هوتو ثواب اور افضل هے اوراگر مروجه طریقه پربدعت رسوم سے بهرا هون-تونیکی برباد گناه لازم هے جیسے کوئی پاخانه میں جاکر قرآن پڑهنے لگے فقط محمد شفیع-

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

প্রশ্নঃ মিলাদ শরীফ পড়া এবং শুনা কি ? কোন অবস্থাতে যায়েজ আর কোন অবস্থাতে না যায়েজ ?

উত্তর ঃ মৌলুদ শরীফের মাহফিলে যদি কোন তারিখ নির্দিষ্ট এবং জরুরী না জানে, শিরনি ও রুশনী ইত্যাদি জরুরী না জানে,গলত রেওয়ায়েত পাঠ না করে, কাছিদা পাঠকারী বেরেশ ছেলে না হয় এবং গানের সুরে না পড়ে এবং অন্য কোন নাযায়েজ কাজ না হয় তবে কোন দোষ নেই বরং হযরত রাসূল (সঃ) এর জেকের করা ছওয়াব ও আফজাল। আর যদি উল্লেখিত নাজায়েজ রছমে ভরপুর থাকে তবে নেকী বরবাদ গুনাহ লাজেম হইবে। যেমন– কেহ পায়খানাতে গিয়া কোরআন পাঠ করিতে আরম্ভ করে।

প্রিয় পাঠকগন! উল্লেখিত ফতুয়া হইতে বুঝিতে পারিলেন যে, মৌলুদ শরীফ এবং কেয়াম কোনটাই নাজায়েজ নহে, তবে উহার সঙ্গে নাজায়েজ কোন কাজ মিশ্রিত করিলে তাহা নাজায়েজ হইবে। যেরূপ পায়খানায় গিয়া এক ব্যক্তি কোরআন পাঠ করিলে সমস্তের জন্য কোরআন পাঠ হারাম হইয়া যায় না। তদ্রুপ কোন দেশের মৌলুদ কিয়ামে নাজায়েজ কাজ মিশ্রিত থাকিলে সব দেশের মৌলুদ কেয়াম নাজায়েজ হইয়া যায় না। আমার মনে হয়, বাংলাদেশের মৌলুদ-কেয়ামে উল্লেখিত নাযায়েজ রছমের নাম গন্ধও নাই। যে আলেম ছাহেবেরা মৌলুদ শরীফ এবং কেয়াম করাকে একদম নাজায়েজ বলে তাহারা তাহাদের অজ্ঞতা বা হিংসার পরিচয় দিতেছে। কেয়াম বিরোধী মাওলানা ছাহেবানদের নিকট আরজ জানান যাইতেছে যে তাহারা যেন নিজেদের এলেমের দৌড় প্রকাশ না করিয়া দারুল উলুম দেওবন্দের এমদাদুল ফতুয়াখানা একবার মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া দেখেন এবং আল্লাহ্র ওয়াস্তে সমাজের সামনে প্রকাশ করিয়া দেন, তাহা হইলে কিয়ামের ঝগড়া চিরতরে দূরীভূত হইয়া যাইবে।

তাছাওউফ শিক্ষা ২য় খন্ড সমাপ্ত

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

তাছাওউফ তত্ত্ব

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী
(ছদর সাহেব হুজুর)

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (ছদর সাহেব হুজুর) এর লিখিত "তাসাওউফ্ তত্ত্ব" বইয়ের মধ্যে মিলাদ ও কেয়াম সম্পর্কে যাহা পাওয়া গেল তাহা হুবহু নিম্নে পেশ করা হলঃ-

যাহারা মৌলুদ শরীফ পড়ে, দাড়াইয়া দরূদ ও সালাম পড়ে, তাহারাও সুন্নাত জামায়তভুক্ত। মৌলুদ শরীফ সম্পর্কে তিনটি শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে মৌলুদ শরীফ, মিলাদ শরীফ এবং মাওলিদ শরীফ।

'মৌলুদ' অর্থ বাচ্চা, যে বাচ্চা সদ্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যখন ইহার সঙ্গে সম্মানের জন্য 'শরীফ' শব্দ যোগ করা হয় তখন অর্থ হয় যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম। 'মিলাদ' শব্দের অর্থ জন্মের সময় এবং 'মাওলিদ' শব্দের অর্থ জন্মের স্থান। সাধারণতঃ সম্মানিত বাচ্চা বলিতে আমরা হযরত রসূলুল্লাহকে বুঝি. সেইজন্য মৌলুদ শরীফের বয়ান শুনিতে আমরা ভালবাসি। কারণ হযরত রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম বলিয়া গিয়াছেন।

لايؤمن احدكم حتى اكون احب اليـه من والده وولده والناس اجمعين (مسلم شريف)

"মাতা -পিতা হইতে ছেলে মেয়ে হইতে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সমস্ত মানুষ হইতে তোমরা যাবত আমাকে অধিক ভাল না বাসিবে, তাবত তোমরা কেহই 'মুমিন' হইতে পারিবে না।"

সর্বাপেক্ষা বেশী যখন ভালবাসিতে হইবে, এটা যখন ফরয, তখন সর্বাপেক্ষা বেশী তাঁহার এই দানরাশি স্মরণ করিতে হইবে, তাঁহার গুণাবলী, মহৎ চরিত্রাবলী আলোচনা করিতে হইবে, তাঁহার জীবনী, তাঁহার জীবনের কীর্তি ও কার্যাবলী পড়িতে হইবে। যেমন– আল্লাহ্ পাক কুরআন শরীফে বলিয়াছেনঃ–

يا ايها الذين امنو اذكرو الله ذكرا كثيرا

"হে মুমিনগণ! তোমরা অনেক বেশী করিয়া আল্লাহ্কে স্মরণ কর, আল্লাহ্র যিকির খুব বেশী করিয়া কর।"

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

এই আদেশের কারণেই যিকরুল্লাহ্র মজলিস করা হইয়া থাকে এবং একা একাও যথাসম্ভব প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তিই আল্লাহ্র যিকির যে যত বেশী পারে, করিয়া থাকে, এইরূপে যিকিরে-রসূলও খুব বেশী করিয়া করা দরকার। এই জন্যেই যাঁহারা খাঁটি আলিম, তালিবে ইলম এবং খাঁটি আল্লাহ্ওয়ালা বুযুর্গ তাঁহারা সব সময়ই দরূদ শরীফ পড়িতে থাকেন। হাদীছ শরীফ পড়িতে পড়াইতে এবং মুতালিয়া করিতে থাকেন, কারণ হাদীসের কিতাব সবই হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর জীবনী ও জীবনের কার্যাবলীর বর্ণনা। মৌলুদ শরীফের আসল উদ্দেশ্য হযরত রসূলুল্লাহকে, তাঁহার গুণাবলী কার্যাবলীকে সর্বাধিক স্মরণ করা, সেই কাজেই তাঁহারা অধিকাংশ সময় লিপ্ত থাকেন। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)কে সর্বাধিক মহব্বত করা এবং তা'জিম করা ফরজ। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে আল্লাহ্ বানাইয়া দেওয়া বা আল্লাহ্র মত সিজদা করা, করা যায়েজ নহে। এই মাছয়ালার মধ্যে কাহারও আদৌ কোন মতভেদ নাই। মতভেদ এবং ঝগড়া-লড়াই হইতেছে শুধু ভুল বুঝা-বুঝির কারণে বা নফসানিয়াতের কারণে।

বাকী রহিল কিয়ামের কথা। কিয়াম জিনিসটা আসলে ফিকাহের অন্তর্ভূক্ত নহে ইহা তাছাওউফের অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ মহব্বত বাড়ানোর উদ্দেশ্যে হযরত রসূলুল্লাহ্র তা'রিফের কাসীদা পড়া হয় তাহা দ্বারা মহব্বত বাড়ে এবং লোকে মহব্বতের জোশে খাড়া হইয়া যায়। মহব্বতের জোশে খাড়া হইলে তাহাকে বিদয়াত বলা যায় না। তাহা ছাড়া হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে সালাম করার সময় বসিয়া বসিয়া সালাম করা শরীফ তবিয়তের লোকের কাছে বড়ই বেয়াদবী লাগে। সেই জন্য রওযা শরীফের সামনে নিজেকে হাযির ধ্যান করিয়া খাড়া হইয়া সালাম করাতে কোনই দোষ হইতে পারে না। যেমনঃ- মদীনা শরীফের রওযা শরীফের সামনে সালাম করার সময় সকলেই দাঁড়াইয়া সালাম করিয়া থাকেন।

তরীকতের মজলিসে সেই রূপ যদি একজনের হাল গালিব হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে; তবে তরীকত অনুসারে সকলেরই দাঁড়াইয়া যাওয়া উচিত।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

এই রূপে যিকিরে রাসূলের মজলিসেও মহব্বতের জোশে একজন দাঁড়াইয়া গেলে সকলেরই দাঁড়াইয়া যাওয়া উচিত। অর্থাৎ ইহা একটি উত্তম আদব, ইহার বিপরীত বেয়াদবী। মোটকথা এই যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের মহব্বত বাড়াইতে হইবে। সেইজন্য যিকরুল্লাহ্র মজলিসের, যিক্রে রাসূলের মজলিসের সংখ্যা ও পরিমাণ যত বাড়ানো যাইবে ততই ইহা -পরকালে মঙ্গল হইবে। খবরদার, কেহ বেয়াদবীর মধ্যে পতিত হইয়া নিজের রূহানী ক্ষতির মধ্যে, পার্থিব ক্ষতির মধ্যে পরিবেন না। তরীকার বুযুর্গগণ ইশকে রাসূল পয়দা করার জন্য মৌলুদ শরীফের যিকির বা যিকরে রাসূলের মজলিস নাম দিয়া হালকা করিয়া রাসূলের ছানা-সিফাত, আদব-আখলাক, স্নেহ -মহব্বত, গদ্যে-পদ্যে, বসিয়া, খাড়া হইয়া বর্ণনা করিয়া ইশকে রাসূল পয়দা করিয়াছেন। ফুকাহায়ে কিরাম যেমন ইজতিহাদ করিয়া নূতন নূতন সমস্যার সমাধান করিয়া দ্বীনের হিফাজত করিয়াছেন, তদ্রুপ দেশ-কাল পাত্রভেদে খাঁটি নায়েবে রাসূল, মাশাইখে ইমামগণও ইশকে খোদাওন্দী ইশকে রাসূল পয়দা করিয়া আল্লাহ্র হুকুমকে, রাসূলের সুন্নত ও আদর্শকে পূর্ণাঙ্গরূপে আমল করাইবার সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। আল্লাহর রাসূলের খাঁটি ইশক ও প্রেম পয়দা না হইলে শুধু যুক্তি বা শক্তি বলে মানুষ আল্লাহ্র জন্য রাসূলের জন্য জানমাল কুরবান করিতে পারে না। অতএব ইহাকে বিদয়াত বলা যাইবে না। ইমাম সাতবী বিদয়াত ও সুন্নতের বিষয়ে বড় মুহাক্কিক ইমাম; তিনি বলিয়াছেনঃ

انما البدعة فى المقاصد لافى الوسائل

"আসল মকসুদের মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন করিলে তাহা হয় বিদয়াত, আসল মকসুদকে ঠিক করার জন্য একটি বা একাধিক নতুন উপায় উদ্ভাবন করিলে তাহাকে বিদয়াত বলে না।

তাসাওউফ তত্ত্ব সমাপ্ত

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

মাদারেজুন্ নবুয়াত

হযরত মাওলানা আব্দুল হক মোহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ)

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

সাহাবাগণ নবী করীম (সঃ)-এর সম্মুখে তাঁহার প্রশংসামূলক কবিতা পাঠ করিয়াছেন কিনা ?

মেশকাত শরীফের ভূমিকা লেখক, পৃথিবীর বিখ্যাত মোহাদ্দেস আবদুল হক মোহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) মাদারেজুন নবুয়াত কিতাবে লিখিয়াছেন-

হযরত মোহাম্মাদ (সঃ) যখন হিযরত করিয়া মক্কা হইতে মদিনার সীমানায় পৌছলেন তখন মদীনার আনসার সাহাবাগণ রাসূল (সঃ)-এর সামনে দাঁড়াইয়া কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। যথা-

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَادَعَا اللّٰهُ دَاعٍ
اَيُّهَا الْمَبْعُوْثُ فِيْنَا بِالْاَمْرِ الْمُطَاعِ

পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে রাসূল (সঃ)-এর প্রতি সালাম পাঠালে সে সালাম পৌছে কিনা ?

মেশকাত শরীফের ভূমিকা লেখক, পৃথিবীর বিখ্যাত মোহাদ্দেস আবদুল হক মোহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) মাদারেজুন নবুয়াত কিতাবে লিখিয়াছেন-

আহমদ ও নাছায়ী শরীফের হাদীসে আছে-হুজুর পাক (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন-

اِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنِىْ عَنْ اُمَّتِىْ السَّلَامُ

রাসূল (সঃ) বলেন আল্লাহ্ এমন কিছু ফেরেস্তাকে নিযুক্ত রেখেছেন যাহারা জমিনে ভ্রমণ করিতেছে এবং আমার উম্মতদের মধ্য থেকে যাহারা আমার প্রতি সালাম পাঠায় তাহাদের সালাম আমার কাছে হুবহু পৌছাইতেছে এবং পৌছাবে।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

সাহাবাগণ হুজুর পাক (সঃ)–এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়াছেন কি না ?

ইমাম বুখারী (রহঃ) ও তিরমিযী (রহঃ) হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে রেওয়ায়াত করেছেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসসান বিন সাবিত (রাঃ) এর জন্য মসজিদে মিম্বর স্থাপন করতেন, তিনি তার উপর দাঁড়িয়ে হযরতের প্রশংসা করতেন। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হযরতের প্রশংসা সূচক কবিতা দাঁড়িয়ে পড়া হযরতের পছন্দনীয় বিষয়।

হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত (রাঃ) এর মিম্বারে দাঁড়িয়ে পাঠ করা হযরতের প্রশংসা সূচক দীর্ঘ কবিতার একাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল ঃ

اَنَّكَ وُلِدْتَ مُبَرَّاً مِنْ عَيْبٍ   كَاَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

وَضَمَّ الْاِلٰهُ اِسْمَ النَّبِيِّ بِاِسْمِهٖ   اِذَا قَالَ فِى الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ اَشْهَدُ

وَشَقَّ لَهُ مِنْ اِسْمِهٖ لِيُجِلَّهُ   فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُوْدٌ وَهٰذَا مُحَمَّدٌ

অর্থাৎ "ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি সর্ব দোষ ত্রুটি হইতে মুক্ত হয়েই জন্ম গ্রহণ করেছেন। আপনার এই সুরত মনে হয় আপনার ইচ্ছা অনুযায়ীই সৃষ্টি হয়েছে, আল্লাহ্ তার প্রিয় নবীর নাম নিজের নামের সাথে সংযুক্ত করেছেন। এর প্রমাণ– যখন মুয়াজ্জিন পাঞ্জেগানা নামাজের জন্য 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলে আজান দেয় আল্লাহ্ তা'য়ালা আপন নামের অংশ দিয়ে নবীজীর নাম রেখেছেন– তাকে অধিক মর্যাদাশীল করার লক্ষ্যে। এর প্রমাণ হচ্ছে– আরশের অধিপতির নাম হলো মাহমুদ এবং ইনির নাম হলো মুহাম্মদ।" –(দিওয়ানে হাস্‌সান।)

হযরত হাসসান (রাঃ) এর প্রশংসাসূচক কবিতা শুনে নবী করীম (সঃ) বলতেন– اَللّٰهُمَّ اَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ "হে আল্লাহ্ তুমি তাকে জিব্রাইল (আঃ) মারফত সাহায্য কর।

খাজাইনুল ইরফানে উল্লেখ আছে; যারা নবী করিম (সঃ) এর প্রশংসা কবিতা পাঠ করে তাদের পিছনে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জিব্রাইল (আঃ) এর গায়েবী মদদ থাকে।

প্রকাশক।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

৭৮৬

বেদ্‌য়াতের শ্রেণী বিভাগ

বেদ্‌য়াত পাঁচ প্রকার
শামী কিতাব প্রথম খন্ড নতুন ছাপা ৫৬০ পৃঃ, মাযাহেরে হক প্রথম খন্ড পুরানো ছাপা ৭০ পৃষ্ঠা

হারাম– বেদ্‌য়াত যথাঃ– জাবরিয়া গং ভ্রান্ত মতবাদ সৃষ্টিকরা

ওয়াজেব– বেদ্‌য়াত যথাঃ– কুরআন কিতাব বুঝার জন্য নাহু ছরুফ অর্থাৎ প্রচলিত আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা করা

মোবাহ– বেদ্‌য়াত যথাঃ– নুতন আবিস্কৃত উত্তম খাদ্য ও উত্তম পোষাক

মোস্তাহাব– বেদ্‌য়াত যথাঃ– দ্বীন শিক্ষার জন্য সতন্ত্র ঘর তৈরি করা

মাকরুহ তান্‌ঝীহ– বেদ্‌য়াত যথাঃ– মসজিদে ও কুরআন শরীফে নকসা ও ফুল অংকন করা

রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর পরবর্তী সময়ে যাহা কিছু সৃষ্টি হয়েছে উহাকে বেদ্‌য়াত (নব আবিস্কৃত) বলা হয়। মাযাহেরে হক প্রথম খন্ড পুরানো ছাপা বাবুল ই'তেছাম বিল কিতাব ওয়াছছুন্নাহ অংশে ৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)